দৈনিক বাংলা

101

তারিখ 17 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পরীক্ষার খাতা দেখায় বিলম্ব

ঢাকা ভার্সিটির দুইশ শিক্ষকের পারিশ্রমিক কেটে নেয়া হয়েছে

মুক্তাতবা খন্দকার ঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ না করা ও নম্বরপত্র মূল্যায়নের বিলম্ব হওয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষকের পারিশ্রমিক কেটে নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান গুরুবার শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত সনাতন অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষা গত নবেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হলেও আজ পর্যন্ত ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা ফল প্রকাশের ব্যাপারে যোগাযোগ করলে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির দুইশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর থেকে জানানো হয়ে যে শিক্ষকদের কাছ থেকে এখনও খাতা পাওয়া যায়নি।

সূত্র জানান নিয়ম রয়েছে একজন শিক্ষক প্রতিদিন ৬টি খাতা দেখা শেষ করবেন। এই হিসাবে এক মাসে একজন শিক্ষকের ১৮০টি খাতা দেখে শেষ করার কথা। কিন্তু দেখা যায় এক একজন শিক্ষক খাতা পান প্রায় ৫শ' থেকে ৬শ'। প্রতিটি খাতা দেখার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হয় ২০ টাকা। কিন্তু কোন শিক্ষকই সঠিক সময়ে খাতা দেখা শেষ করেন না। ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে প্রায়শঃ বিলম্ব হয়। এছাড়াও এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যথাসময়ে খাতা না দেখে শেষ মুহূর্তে দ্রুত খাতা দেখা শেষ করার এই প্রবণতার ফলে অনেক সময়ে ভুল-ভ্রান্তিও থেকে যায় বলে সূত্র জানান।

শিক্ষকদের এই দায়িত্বহীনতার ফলে ১৯৯৪ সালের সনাতন অনার্স ও মাষ্টার্সের ২০ হাজারেরও অধিক পরীক্ষার্থী বর্তমানে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত নবেম্বর ৯৪-তে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের ফল প্রকাশ করা হয়নি। অন্যদিকে তাদের পরবর্তী ব্যাচের অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান দৈনিক বাংলাকে বলেন, আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। তিনি জানান, পরীক্ষক শিক্ষকদেরও দ্রুত খাতা দেখে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরও বলেন প্রতিটি খাতা তিনবার করে দেখা হয় ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে তো কিছু বিলম্ব হবেই। তবে দ্রুত যাতে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যায় তার জন্য শিক্ষকদের বেশী দায়িত্বশীল হতে হবে।

জানা গেছে দুই বছর আগে ৫ শতাধিক শিক্ষকের পারিশ্রমিক কেটে নেয়ার ফলে শিক্ষকরা বেশ দায়িত্ব সচেতন হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখেছিলেন। কিন্তু আবার তাদের সে সচেতনতায় ভাটা পড়েছে। সূত্র জানান, যে দুইশ' শিক্ষকের পারিশ্রমিক কাটা গেছে তাদের মধ্যে ৩৪ জন আবেদন করেছেন পারিশ্রমিক না কাটার জন্য। এছাড়াও আরও বেশ কিছু শিক্ষকের পারিশ্রমিক চলতি মাসের মধ্যেই কাটা হবে।

জানা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তব্য অবহেলার জন্য শিক্ষকদের এই পারিশ্রমিক কাটার অনুমোদন বহু পূর্বে থেকেই দিয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় এই পারিশ্রমিক কাটতে পারেন।

শিক্ষকদের খাতা দেখতে বিলম্বের ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘ জটিলতায় এই পরীক্ষার্থীদের ঘাড়ে সেশন-জটের বোঝাও চাপতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।